DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Gour Mahavidyalaya

Mangalbari, Malda

ANNUAL E-MAGAZINE

2022

GRATICULE

Volume: 5 **(E-Volume-2)**

Magazine Committee

Dr. Syfujjaman Tarafder, HoD

Mr. Paban Ghosh, Teacher

Mr. Sanjay Ghosh, Teacher

Sri. Ujjwal Singha, 5th SEM Student

Sri. Manojit Sen, 3rd SEM Student

SK Sayeem, 1st SEM Student

Sri. Bapan Saha, 1st SEM Student

সূচীপত্র

SL No	Topic	Name of Student/ Alumni	Semester/ Year
Article (প্রবন্ধ)			
1	'AI' আশীর্বাদ না অভিশাপ!	হিরণ্ময় মণ্ডল	প্রক্তন ছাত্র
2	ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়া নিভরর্তা কী সত্যিই ভারতীয় যুবসমাজকে নষ্ট করেছে?	অনন্যা দাস	6^{th} SEM
STORY (গল্প)			
3	অভাগিনী	সমাপিকা সরকার	4^{th} SEM
4	মৃত্যুঞ্জয়	তন্দ্রা ভট্টাচার্য	4^{th} SEM
POEM (কবিতা)			
5	ইচ্ছে	মনোজিৎ সেন	2^{nd} SEM
6	শিক্ষা আজ কোথায়	মনোজিৎ সেন	2^{nd} SEM
7	মান-হুঁশ	উজ্জ্বল সিংহ	4^{th} SEM
8	বুড়ি	স্বপ্না রায়	4^{th} SEM
9	ইতি দুঃখযাপিতা	নিবেদিতা মণ্ডল	6^{th} SEM
10	ভূগোল	ফাতেমা খাতুন	6^{th} SEM
11	ভূগোল বলয়	শিবম সরকার	4^{th} SEM
12	অসমাপ্ত ভালোবাসা	উজ্জ্বল সিংহ	4^{th} SEM
13	গ্রীষ্ম	দোয়েল গোস্বামী	2^{nd} SEM

AI আশীর্বাদ না অভিশাপ!

'বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ' এই বিষয়ে আবারও প্রশ্নের মুখে বিজ্ঞান ও সম্প্রতি কালে 'এ-আই' বিষয়টি বিজ্ঞানে এক আমুল পরিবর্তন এনেছে যার যথার্থতা আমাদের মানব জাতির উন্নতি সাধন সূচক হিসেবে ধরলেও ক্ষতি নেই। তবে প্রশ্ন হচ্ছে এই উন্নতি আমাদের বুদ্ধিমত্তায় ভবিষ্যতে ব্যঘাত না ঘটায়! এই প্রশ্ন উঠার মূল কারন একটায় আমাদের সৃজনশীলতায় কোথাও গিয়ে একটা ব্যঘাত ঘটছে। নিজস্বতা হাড়াচ্ছি।

তার আগে বলতে হয় আমাদের মুঠোফোনের কথা। বিজ্ঞানের কৃতিত্বপূর্ণ এক ফল আমাদের মুঠোফোন, যা আমাদের বই বিমূখ করতে এক-পা পিছু হয়নি। তার দরুন অভিধানের পাতায় পাতায় আজ আর রুলের দাগ দেখতে পাওয়া যায় না। এর ব্যপকতা এতটাই যে, কুড়ি হাজার টাকার মুঠোফোন কিনতে পারলেও দুশো টাকার বই কিনতে আমারা ইতস্ততঃ বোধ করি। তবে বলতে হয় এর অপরিহার্যতাও অনেক বেশি যা আমরা কম বেশি সবাই ওয়াকিবহাল।

ফিরে আসি 'এ-আই' প্রযুক্তিতে। এর ব্যবহারের ফলে আমরা সময় সাশ্রয় করতে পারলেও নিজের বৈশিষ্ট্য হাড়িয়ে ফেলছি। যেমন, আমি একজন ছাত্র। তার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানধারন করে পরীক্ষা দিতে যাই। এই জ্ঞান ধারনের জন্য বিভিন্ন বই, ম্যাগাজিন ইত্যাদির সাহায্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্ত, আজকে আমার মুঠোফোনে এ-আই (চ্যাট- জিপিটি) ব্যাবহার করে সহজেই সেই বিষয়ে অবগত হচ্ছি, এটা ভালো কথা। তবে কোথাও গিয়ে এটা টের পাচ্ছি যে, একটা বিষয় জানতে গিয়ে আমরা দু-একটা বই বা ম্যাগাজিন পড়তাম, তার ফলে আরও বিভিন্ন বিষয়ে অবগত হতাম,

জ্ঞান সমৃদ্ধি ব্যাপক হত। কিন্তু, বর্তমানে এই চ্যাট-জিপিটি ব্যাবহারের ফলে জ্ঞান সমৃদ্ধি দুরের কথা আমরা নিজেরা কোন বিষয়ে লিখতে গিয়েও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হাড়াচ্ছি। কারন, 'এ-আই' প্রযুক্তি সমস্ত কিছুর উত্তর দিতে পারে। এ বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, এই প্রযুক্তি আরও যত উন্নতিলাভ করছে। ভবিষ্যতে মানুষের ন্যায় বুদ্ধি সম্পন্ন না হয়ে পরে! এই বিষয় আমাদের মাথায় রাখতে হবে। যদি তাই হয়, মানুষের নিজস্ব কাজ বা বুদ্ধিমত্তা বলে কিছু থাকবে না। এক- একজন জড়বস্তু হিসেবে চিহ্নিত হবে। তার নিদর্শন আমরা এখনই দেখতে পাচ্ছি, এ-আই ব্যবহার করে কবিতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয় কম্বাইন্ড করে নতুন কিছু উপস্থাপন করছে। যেখানে মানুষের চিন্তন, কোন ভূমিকা পালন করে না।

হিরণ্ময় মণ্ডল, প্রক্তন ছাত্র।

.....................................******..................................

ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়া নিভরর্তা কী সত্যিই ভারতীয় যুবসমাজকে নষ্ট করেছে?

হ্যাঁ, ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়া নিভরর্তা সত্যিই ভারতীয় যুবসমাজকে নষ্ট করেছে।

বিশ্বায়নের পরবর্তী পৃথিবীতে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানের নবতম সংযোজন হল সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং, মানুষের কাছে আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছে। ইন্টারনেটের এই যুগে সবাই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পছন্দ করে। শিশু, বৃদ্ধ বা তরুন সবাই ব্যবহার করতে ভালোবাসেন। সারা বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ৭০ শতাংশ মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংযুক্ত রয়েছে। তরুনদের মধ্যে এর হার আরও বেশি প্রায় ৯০ শতাংশ।

গনমাধ্যমে তথ্যের বিপননের সাবেকি প্রথা এখন আর নেই। চারপাশে দেশে - বিদেশে কী ঘটছে, সেগুলো ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, গুগলসহ অনান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ভাবে পেয়ে যাচ্ছে সবাই। সারাবিশ্বের অজানা বিষয় সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে মানুষের আয়ত্তে এসে যাচ্ছে। যেসব আত্মীয় বিদেশে থাকেন তারা সহজেই খবর আদান- প্রদান করতে পারেন। বলাবাহুল্য, মানুষের রাজনীতি, শিক্ষন, স্বাস্থ্য, গানশোনা, খেলাধুলা, বন্ধুত্ব, বিবাহ সবই এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। তাই পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার এমন মাধ্যম যুবসমাজে এর কাছে আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছে।

সামাজিকভাবে যুবসমাজের উপর ইন্টারনেটের যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় দিক হচ্ছে ---

ইন্টারনেটের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে প্রত্যেকেই সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। অতীতে মানুষ নিজের পরিবার আত্মীয় স্বজনের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ খোঁজ খবর রাখত। কিন্তু বর্তমানে এমনও দেখা যায় যে নিজ পরিবারের ভাই, বোন, বাবা বা মার সাথে সপ্তাহ জুড়েও ঠিক মত কথা হয় না বা খোঁজ খবর রাখে না। কেননা সবাই তার নিজ নিজ অবাস্তব জগতে বিচরন করতে বেশি স্বাচ্ছ্যন্দবোধ করছে ।

গ্রামের চায়ের দোকানে মানুষ তথ্যের জন্য এখন আর পত্রিকার পাতা ঘাঁটাঘাঁটি করে না। তার বদলে এসেছে স্মার্ট ফোন ও আইফোন নিভরর্তা।

দীর্ঘদিন যাবত ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলে শারীরিকভাবে চোখ, মস্তিষ্কের উপর প্রভাব ফেলে এবং দীর্ঘস্থায়ী মানসিক সমস্যা দেখা দেয় যেটি শুরু হয় খিটখিটে মেজাজ বা **গড়ড়ফ ঝরিহম** দিয়ে । পরবর্তীতে একজন মানুষ চরম বিষন্নতায় ভুগতে হয় । ছোট ছোট আঘাতেই নিরাশ হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারে ।

অনলাইনের মাধ্যমে এখন ঘরে বসেই জুয়া খেলার সুযোগ করে দিয়েছে ইন্টারনেট । জুয়া খেলা হারাম এবং এটি মানসিক অশান্তির অন্যতম একটি কারন ।

পর্নগ্রাফির ফলে যুবসমাজের মানসিক বিকৃতি সৃষ্টি হচ্ছে । যার ফলস্বরুপ দীর্ঘকালীন মানসিক ও শারীরিক সমস্যা দেখা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ, আধুনিক বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর আবিষ্কার আজকের যুবসমাজকে অপরাধপ্রবন করে তুলেছে। সন্ত্রাসবাদীরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য এই মাধ্যমকে ব্যবহার করেছে। দেশের যুবসমাজ খুব সহজেই তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। সমাজবিরোধীরা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলি মাধ্যমে অপরাধ মূলক কাজকর্ম চালাচ্ছে। কখনো ব্যাংকের গ্রাহকদের গোপন কোর্ড জেনে টাকা আত্মসাৎ করছে। যুবসমাজ মিথ্যা প্রচার হিসাবে এই মাধ্যম ব্যবহার করছে। কখনো বন্ধুত্ব করে তাদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য থেকে অশ্লীল ছবি পর্যন্ত ব্যবহার করেছে। দেশের যুবসমাজে এই সাইট ব্যবহার করে বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক কল্পলোকের বাসিন্দা হয়ে উঠেছে। সাময়িক তৃপ্তির আকাঙ্খায় মানবিকবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েছে। সরকারকে সাইবার ক্রাইম রোধে কঠোর আইন প্রনয়ন করতে হবে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং - এর সুফল যাতে মানুষ ব্যবহার করতে পারে তার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

অনন্যা দাস। ষষ্ঠ সেমিস্টার।

....************ ....

অভাগিনী

কোন এক গ্রামে বিশাল ধনসম্পত্তিসম্পন্ন এক ব্যক্তি ছিলেন।সে এবং তার স্ত্রী খুব সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন।কিছু সময় পর তাদের পরিবারে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তারা সেই কন্যা সন্তানকে নিয়েই সুন্দর ভাবে জীবন যাপন করছিলেন। এই ভাবেই তাদের জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল।

কয়েক বছর পর তাদের পরিবারে আরেকটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। সেই ব্যক্তি এবং তার স্ত্রী তাদের এই কন্যা সন্তানকে নিয়ে মোটেও খুশি ছিলেন না। কারণ তাদের বিশাল সম্পত্তি ভোগ করার জন্য এক পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা ছিল।

কন্যা সন্তানগুলির মধ্যে বড় বোনের নাম আশা এবং ছোট বোনের নাম রাখা হয় নিরাশা।
সেই ব্যক্তি এবং তার স্ত্রীয়ের মতে একজন কন্যা সন্তানের সঙ্গে আরেকজন পুত্র সন্তান বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ সেই পুত্র সন্তান বৃদ্ধ বয়সে তাদেরকে দেখাশোনা করবে।
কিন্তু তা না হওয়ায় নিরাশা খুব অবহেলায় বড় হয়ে উঠছিল। তার বড় বোনকে তার বাবা মায়েরা যেভাবে আদর যত্ন করত তাকে সেভাবে করত না। ফলে তার মনে মনে খুব কষ্ট হত কিন্তু সে কাউকে সে কথা বলত না। কারণ সে চাইতো না তার পরিবার কে নিয়ে কেউ কোন কটু কথা বলুক।

বড় বোন সব সময় তার ইচ্ছেমতো যে কোন জিনিস তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে চাইতো এবং তার বাবা-মা সেই জিনিস তাকে দিত।

কিন্তু ছোট বোনের কোন চাহিদা না থাকলেও তার প্রতি তার বাবা-মায়ের দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ খুব একটা ছিল না।

বড় বোন বেশি আদরের ফলে ধীরে ধীরে অহংকারী হয়ে ওঠে। কিন্তু ছোট বোন অনাদর,অবজ্ঞার ফলে খুব সরল হয়।

ধীরে ধীরে তারা বড় হয়ে ওঠে এবং তাদের কাজকর্মে লিপ্ত হয়। তারা দুজনেই তাদের কাজকর্ম নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা সেই কাজ নিয়ে খুব খুশি ছিল।

এরপর হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় তার বাবা-মা সম্পত্তিহারা হয়ে যান। ফলে তার বাবা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। যার ফলে তাদের মা তাদের বাবাকে দেখাশোনা করার কথা বলেন। তখন বড় মেয়ে বলে তাকে কাজের সূত্রে বাইরে যেতে হবে। এই অজুহাত দিয়ে সে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু ছোট মেয়ে তার বাবা কে দেখাশোনা করে সুস্থ করে এবং তার মায়েরও সেবা করে। ছোট মেয়ে তার কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে পারে।

তখন তারা দুজনেই তাদের ভুল বুঝতে পারেন এবং নিরাশার কাছে ক্ষমা চান। তারা নিরাশাকে বলেন, "*ছেলে হোক বা মেয়ে দুজনেই সমান*"।

সমাপিকা সরকার, তৃতীয় সেমিস্টার।

-------------------------*********----------------------------

মৃত্যুঞ্জয়

সালটা ১৯৯৭। পশ্চিমবঙ্গের এক প্রত্যন্ত গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে মৃত্যুঞ্জয়। তিন বোন মা ও বাবাকে নিয়ে তাদের ছোট্ট সংসার। তার বাবা নিতান্তই একজন কৃষক। পরিবারের চাহিদা মেটানোর পর উদ্বৃত্ত ফসল প্রায় থাকে না বললেই চলে। তাই ছোট থেকেই কঠোর পরিশ্রম করতে হয় মৃত্যুঞ্জয়কে।

পড়াশোনায় ছিল তার ভীষণ আগ্রহ এবং সে মেধাবীও ছিল। কিন্তু দিনের বেশিরভাগ সময়টাই তাকে বাবার সঙ্গে চাষের জমিতে কাটাতে হতো। ছোট থেকে তার ইচ্ছে ছিল একজন ভালো শিক্ষক হবে। সেই অনুসারে শুরু হয় পড়াশোনা। উচ্চমাধ্যমিক পাস করার পর ভূগোল অনার্স নিয়ে ভর্তি হয় কলেজে। মনে তখন অনেক সাহস অনেক প্রত্যাশা। কলেজের খরচ সামলানো তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনা। শিক্ষকদের সাহায্য নিয়ে এবং টিউশন পরে সে তার খরচ চালাতো।

ইতিমধ্যেই তার বাবা হার্টের অসুখে পরলোক গমন করেন। হঠাৎই তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। তিনটে দিদির বিয়ে, মায়ের দায়িত্ব, নিজের পড়াশোনা কিভাবে সামাল দেবে সে! তারপর তার মাও লোকের বাড়িতে দিনমজুরের কাজ শুরু করে। কোনক্রমে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থায় চলতে থাকে তাদের সংসার। দিনে কাজ, চাষের জমি রাতে পড়াশোনা এইভাবে সে তার স্নাতক স্তর সমাপ্ত করে। তারপর ভর্তি হয় বি এড ট্রেনিং সেন্টারে। প্রায় ষাট হাজার টাকা; মায়ের একটা পাতলা সোনার মালা বন্দক দিয়ে টাকা জোগাড় হয়। ইতিমধ্যে জমিজমা সব বিক্রি করে দিদিদের বিবাহ সুসম্পন্ন করে সে।

মনে অল্প আশার আলো নিয়ে জলের অভাবে প্রায় শুকিয়ে যাওয়া গাছের মতো বেঁচে থাকে মৃত্যুঞ্জয়। কলেজে পড়াকালীন সময়েই মহুয়া নামে এক ধনী পরিবারের মেয়ের সাথে ভালোবাসার সম্পর্কের আবদ্ধ হয় সে। তাদের আশা ছিল ট্রেনিং শেষ করে এস এস সি পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষক হওয়ার পর তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

কিন্তু সে গুড়ে বালি- ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে শুরু হয় অরাজকতা। সালটা ২০১৪ চারিদিকে শুধু টাকার খেলা। লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে মিলছে চাকরি, মেধার সেখানে কোন ভূমিকাই নেই। মৃত্যুঞ্জয়ের এক ছোটবেলার বন্ধু তার বাড়ির পাশেই বাড়ি নাম তার চন্দন, পড়াশোনা এসে মোটেই ভালো ছিল না। কোনভাবে বাংলা বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে কলেজের গণ্ডি পার করেছে সে। চন্দনের বাবার অনেক টাকা;v প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সে হাইস্কুলের চাকরি পেয়ে যায়। মনের জোর হারাতে থাকে মৃত্যুঞ্জয়। যাদের কোনদিন চাকরি পাওয়ার কথাই নয় তারাই আগে চাকরি পাচ্ছে। মৃত্যুঞ্জয়ের তো এত টাকা নেই সে চাকরিটা পাবে কিভাবে!

উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরতে থাকে সে। নিরাশায় কেটে যায় আরো তিনটি বছর। ইতিমধ্যে মহুয়ার বিয়ে হয়ে যায় অপর একজন সরকারি চাকরিজীবী পুরুষের সাথে। একেবারে যেন নিঃশেষ হয়ে পড়ে মৃত্যুঞ্জয়। মনের জোর হারিয়ে শারীরিক ও মানসিক সব দিক থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে সে।

তারপর ২০১৮ সালের ২৬ শে জুন হঠাৎই মৃত্যুঞ্জয়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ তার গ্রামের এক পৌর বাড়ি থেকে। মৃত্যুঞ্জয়ের মা বেঁচে থাকার সব রকম আশা হারিয়ে ফেলে। মেয়েদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে কোনোক্রমে বেঁচে থাকে তার মা। ২০২০ সালের ১১ই মে ***Covid-19*** এ আক্রান্ত হয়ে মারা যান মৃত্যুঞ্জয়ের মা।

এইভাবেই এক দরিদ্র পরিবারের সন্তানের আকাশছোঁয়ার স্বপ্ন শেষ করে দেয় অরাজকতা। চারিদিকে ভালোভাবে তাকালে দেখা যাবে আজও অনেক মৃত্যুঞ্জয় এক বুক স্বপ্ন নিয়ে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায়।

ভালো করে খুঁজে দেখুন এমন কোন মৃত্যুঞ্জয় আপনার এলাকাতেও নেই তো! যে আজও আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্নে বুক বেঁধে যাচ্ছে।

তন্দ্রা ভট্টাচার্য, চতুর্থ সেমিস্টার।

.................................*****.................................

ইচ্ছে

ইচ্ছে তো আমারো ছিল প্রিয় মেঘের গায়ে গা ভাসিয়ে উড়তে,

ইচ্ছে ছিলো শীতের সকালের ভেজা কার্নিশে চোখ রাখতে,

ইচ্ছে ছিলো কোনো এক সকালবেলায় তোমার চোখে উদীয়মান সূর্য দেখবো,

ইচ্ছে তো প্রিয় আমারও ছিল কোনো এক পড়ন্ত বিকেলে তোমার কাধে মাথা রেখে সূর্যাস্ত দেখবো,

ইচ্ছে ছিলো কোনো এক পূর্ণিমার রাতে সদা শাড়ি পরে নির্জন খোলা আকাশের চাঁদ দেখবো।

আরো কত শত ইচ্ছে প্রিয়-

সমুদ্রের পাড়ে বসে ঢেউ গুনবো,বৃষ্টিভেজা রাতে খালি পায়ে হাঁটবো।

কিন্তু তুমি আমার ইচ্ছেগুলো অপূর্ণই রেখে গেছো প্রিয়।

অথচ তুমি তো পারতে আমার ডানা হতে,

একটা শীতের সকাল উপহার দিতে পারতে আমায়,

তুমিও আমার চোখে কোনো এক সকালে উদীয়মান সূর্য খুঁজতে পারতে,

একটা পরন্ত বিকেল,একটা পূর্ণিমার রাত দিতেই পারতে প্রিয়,

অঙ্কে বড্ডো কাচা আমি তাই দুজনে মিলেই নাহয় ঢেউ গুনতাম,

বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় দুজনেই পা দিয়ে জলছবি আঁকতে পারতাম,

মনোজিৎ সেন, দ্বিতীয় সেমিস্টার।

..................................********..................................

শিক্ষা আজ কোথায়

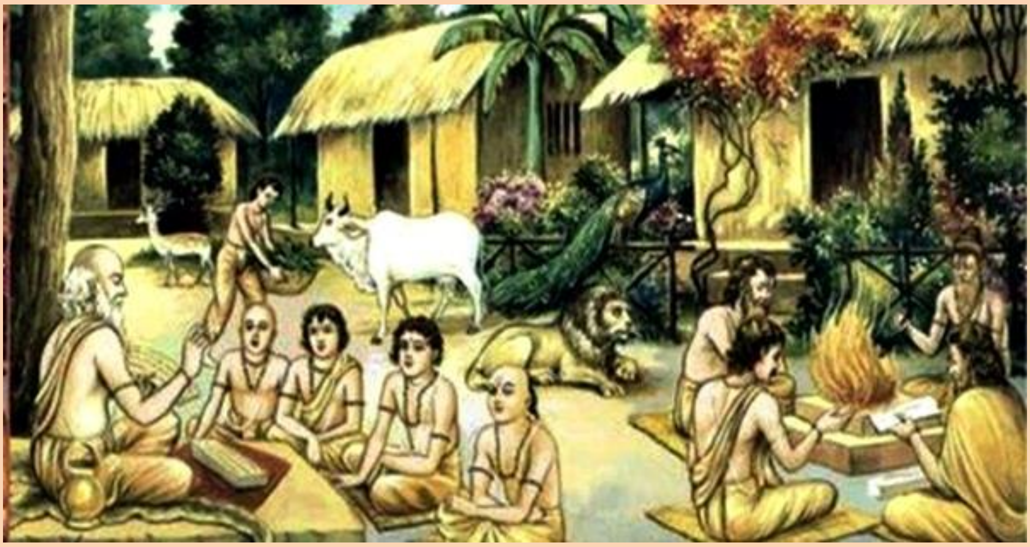

শিক্ষা যদি হয় জীবনে পথ চলার মন্ত্র
তবে সে শিক্ষা আজ কোথায় ?
এত এত সাফল্য (ডিগ্রি) হাতে নিয়ে-
যদি বসে থাকতে হয় পথের মাঝে!
প্রতিবাদের দাবিতে, শিক্ষার মূল্য লাভের তাগিদে -
সুবিচারের অপেক্ষায়!!
তবে মোরা রয়েছি পড়ে কোন সমাজে।
কোন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে-
সুদিনের পথ চেয়ে।।

ধীরে ধীরে জ্ঞানের জ্যোতি গেছে কমে.....
আজ প্রতিভা ডুবে যাচ্ছে-
সেই আবছা অন্ধকারে।।
সমাজ আজ মেতেছে এক অন্ধ খেলায়,
যার ইতি হবে হয়তো কোন এক সময়ে।।
কিন্তু কবে ?
কোন আকাঙ্ক্ষা পূরণের শেষে ?
কোন প্রদীপই বা জ্বালানোর অপেক্ষায়-
আজও রয়েছি মোরা, সমাজের সর্বকোনে,
শিক্ষিত হয়ে।
শিক্ষিত হয়ে।

মনোজিৎ সেন, দ্বিতীয় সেমিস্টার।

.....................................********.....................................

মান-হুঁশ

পৃথিবীটা আজ নেইকো মানুষের
অমানুষে দুনিয়াটা ভরা;
আদিম মানুষই সভ্য ছিল,
শিক্ষা-সংস্কার ছাড়া।
বস্তু ও সম্পত্তি প্রাপ্তির লোভে
যুদ্ধ-দাঙ্গা শুরু করে।
ষড় রিপুর বশে মানুষ
নৃশংস প্রাণীর রূপ ধরে।
শিক্ষা-সংস্কারের অভাবে
অসৎ কার্য করে।
যশ, কীর্তি, খ্যাতির লোভে
উলঙ্গও হইতে পারে।
গোরু, ছাগলের গর্ভস্থ জীব;
গোরু, ছাগলই হয়।
মানুষের কোলে জন্ম নিয়েও
মানুষ হইতে হয়।
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব রূপে
মানুষ, নিজেরে দিয়েছে অ্যাখ্যা,
পর্যবেক্ষণ করিলে, মানুষের মধ্যে
পাইবে নাকো মানুষের ব্যাখ্যা।
হিংস্র জীব হইয়াও বাঘ
কভু নাহি করে বাঘ হত্যা।
শ্রেষ্ঠ জীব হইয়াও মানুষ;
অজ্ঞানতায় করে মানুষ হত্যা।
বাসনা, লোভ, লালসা ত্যাগ করিয়া
পরস্পরের প্রতি শপথ লও—
ধর্ম, জাতি, বর্ণ বিভেদ ভুলে
মানব তোমরা মানুষ হও।।

উজ্জ্বল সিংহ, চতুর্থ সেমিস্টার।

.....................................********.....................................

বুড়ি

ওই যে দ্যাখ বুড়ি,
যাচ্ছে হেঁটে পুরি।
না আছে খাবার দাবার,
না আছে টাকা-কড়ি
যাচ্ছে বুড়ি পুরি।।

নামটি বুড়ির তুড়ি
খাচ্ছে বুড়ি মুড়ি ।
না আছে টাকা-কড়ি
যাচ্ছে বুড়ি পুরি।।

স্বপ্না রায়, চতুর্থ সেমিস্টার।

.................................********.................................

ইতি দুঃখযাপিতা

সেই কবেকার পৌষালী হাওয়া জানে,
আমার সন্ধ্যা একান্ত অনুগত।
কাটাকুটি খেলা, আর যত সাঁঝবেলা
শূন্য শাখারা কতখানি ক্ষতবিক্ষত?

দূরে জানলায় মল্লিকা ফুটে আছে,
ঠিক বিপরীতে শীতমাখা পাতা ঝরে
আজ তারা সব কোথায়, কেমন আছে?
ছেড়ে গেছে যারা বিগত ডিসেম্বরে!

উত্তরীবায় রাত্রিরা নেমে আসে,
ঠিক যেন আঁধারে হারায় একলা দুল!
শহরের বুকে বিষাদের আলো জ্বলে,
আমার এ ঘরে জ্যোৎস্নারা অপ্রতুল।

না লেখা অক্ষর, মুছে যাওয়া স্বরলিপি,
একটা ঋতুর অজস্র ঝরাপাতা,
দু'মুঠোয় যত কথা ছিল চুপিচুপি
নিয়নপ্রপাতে ভেসে গেছে মুখরতা।

আমিও তেমন হারিয়েছি কুয়াশায়
দু'ফোঁটা শিশির যেমন নিশীথে লীন,
শুকিয়ে গিয়েছে পুরনো কাঠগোলাপ
এখন জীবন মহানন্দার দিন!

নিবেদিতা মণ্ডল, ষষ্ঠ সেমিস্টার

.....................................********.....................................

ভূগোল

যদিও ছিল না ইচ্ছা পড়তে এ বিষয়ে

তবুও অজান্তে তিনটি বছর যাচ্ছে পার হয়ে ।

ভুগোলের পরিধি ব্যাপক অনেক বিষয়ের ছোঁয়া

পাহাড়, পর্বত, মালভূমি, সমভূমি যাবে না কোনোটি বাদ দেওয়া ।

বিধাতার সমগ্র বিশ্বজগৎ বারিমণ্ডল বায়ুমণ্ডল কিভাবে সৃষ্টি?

ভূগোল’ ছোড়া কোথাও পাবেনা এর সৃষ্টি।

সমুদ্রের তলদেশ থেকে শুরু করে মহাদেশ ,

ভুগোলের নেই কোনো শেষ ।

এখন বুঝতে পারছি ভুগোল নিয়ে ভর্তি হয়ে,

সব বিষয়ের থেকে ভূগোল অনেক এগিয়ে।

যদি পরবর্তী প্রজন্মের ভূগোল’ নিয়ে পড়তে থাকে ইচ্ছা

তবে আমার দিক থেকে রইল অনেক শুভেচ্ছা।

ফাতেমা খাতুন, ষষ্ঠ সেমিস্টার।

....................................********.................................

ভূগোল বিষয়

জানতে হলে এই পৃথিবী

পড়তে হবে ভূগোল।

নদী আর পথ কেন চলে এঁকেবেঁকে

আর গ্রহরা কেন দেই টহল।

এককালে ছিল সুমদ্র যেথা

সেখানে আজ দাঁড়িয়ে হিমালয়।

কিভাবে হোলো এই অঘটন!

উত্তর মিলবে কোকরের বাখায়।

কোন মেঘে বৃষ্টি হবে কতখানি

শিশির জমবে কখন?

কোনটা "নিম্বাস " আর " স্ট্রাষ্টাস "

কেন হয় মৌসুমী বায়ুর আগমন!

ভূগোল মানেই কম্পাস স্কেল

নানান আকিঝুকি,

মানচিত্র জানা চাই ই, চাই তাতে

চলবে না কোনো ফাঁকি।

ভুপৃষ্ঠের ওপর ভ্রমণ হবে

টোপগ্রাফিক্যাল মাপে।

ভুত্বাত্তিক মানচিত্র শিখাবে তোমায়

শিলার বিন্যাস খাপে খাপে।

ভূগোল বিষয়ের পরিধি ব্যাপক

আছে সব বিষয়ের ছোঁয়া,

পাহাড়, পর্বত, মৃত্তিকা, উদ্ভিদ

যাবে না কোনাটাই বাদ দেওয়া।

পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বায়ুমন্ডল

সর্বত্র তাঁর আনাগোনা,

নিত্যজীবনে দরকার ভূগোল

তাকে ছাড়া চলবে না।

শিবম সরকার, চতুর্থ সেমিস্টার।

………………………………….*****………………………………….

অসমাপ্ত ভালোবাসা

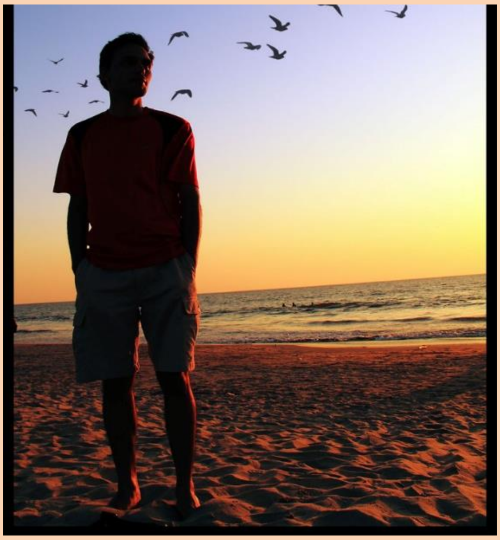

আমি দেখিয়া ছিলাম তারে

কোনো এক তটিনীর কিনারে।

রূপকথার রাজকুমারীর ন্যায়,

সে দখল করিল আমার হৃদয়।

তাহার দুই নেত্রের চাহনি

যেন রামায়ণের সেই মায়াবী হরিণী।

আবেগের বসে বাসিলাম তারে ভালো,

অন্তরে জ্বলিল ভালোবাসার আলো।

পাগল করিল সে আমারে;

ঈশ্বরের কাছে আমি চাইলাম তারে।

কিন্তু হায়! বিধির কি বিধান–

তাহার-আমার হইলো ব্যবধান—

ভালোবাসার কাঙাল আমি হায়!

আজও আমি তাহারই অপেক্ষায়।।

উজ্জ্বল সিংহ, চতুর্থ সেমিস্টার।

……………………………..*********……………………………..

গ্রীষ্ম
দুপুর বেলা বৈশাখে রোদ
উফ্! কি গরম হচ্ছে বাবা.
নেই আকাশে মেঘের চিহ্ন
এই তো গ্রীষ্মের শুরু
রুদ্র দেবতা ভীষণ রাগী,
এবার তার মেজাজ ভিন্ন।
গাছ কেটে কেটে প্রায় সবই শেষ
নির্বাক সে করতে না পারে প্রতিবাদ
মানুষের আর্তনাদে বধির ভগবান.
তাইতো দিন দিন উত্তাপ বাড়িয়ে, জলের পড়েছে টান,
বৃষ্টি নেই, চাষ নেই চারিদিকে হাহাকার
কেটোনা আর কেটোনা আর গাছ,
ধ্বংস হয়ে যাবে প্রাণীকুল,
হয়ে যাবে সুন্দর পৃথিবীর অবসান,
—কোয়েল গোস্বামী

সমাপ্ত